সিএসপিএস প্রকাশনা - ৭

‘নির্বাচনে নিরাপত্তা-পরিবেশ’

প্রসঙ্গে কতিপয় সুপারিশ

উপস্থাপক ঃ

সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক এন্ড পিস স্টাডিজ

(সিএসপিএস)

'নির্বাচনে নিরাপত্তা-পরিবেশ'

প্রসঙ্গে কতিপয় সুপারিশ

উপস্থাপক ঃ

সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক এন্ড পিস স্টাডিজ
(সিএসপিএস)

বাড়ী নং - ১২, রোড নং-১, ব্লক - আই, বনানী, ঢাকা-১২১৩।

ফোন ও ফ্যাক্স ঃ ৮৮২১২১৩, ই-মেইল ঃ csps@bangla.net

২৮ ফেব্রুয়ারী ২০০১ইং

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মুখবন্ধ

গত ১১ মার্চ ২০০০ তারিখে আইডিবি ভবন সেমিনার রুমে "সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক এন্ড পিস ষ্টাডিজ--(সিএসপিএস)"-এর উদ্যোগে 'নির্বাচনে নিরাপত্তা, নিরপেক্ষতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা উন্নয়ন' বিষয়ক একটি গোলটেবিল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। তার প্রেক্ষাপটে ঐ আলোচনার সারমর্ম এবং আলোচনা থেকে উদ্ভূত সুপারিশসমূহ সিএসপিএস প্রকাশনা-৫ (তারিখ ৩১ মে ২০০০) তে প্রকাশিত হয়।

ঐ আলোচনার ধারাবাহিকতায় ০৩ আগষ্ট ২০০০ তারিখে সিরডাপ মিলনায়তনে ' নির্বাচনে নিরাপত্তা উন্নয়ন ' বিষয়ক গোলটেবিল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ আলোচনার সারমর্ম এবং আলোচনা থেকে উদ্ভূত সুপারিশসমূহ সিএসপিএস প্রকাশনা-৬ (তারিখ ০১ নভেম্বর ২০০০) তে প্রকাশিত হয়।

উপরোক্ত ঐ একই আলোচনার ধারাবাহিকতায় ১৯ নভেম্বর ২০০০ তারিখে সিরডাপ মিলনায়তনে 'নির্বাচনে নিরাপত্তা-পরিবেশ' বিষয়ক গোলটেবিল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ আলোচনার সারমর্ম এবং আলোচনা থেকে উদ্ভূত সুপারিশসমূহ সিএসপিএস প্রকাশনা-৭ (তারিখ ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০০১) তে প্রকাশ করা গেল।

আগামী সংসদ নির্বাচন, জাতীয় জীবনে বিভিন্ন আঙ্গিকের প্রেক্ষাপটে অতি গুরুত্বপূর্ণ। ঐ গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করবে নির্বাচনকালে নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে সুষ্ঠুভাবে ঢেলে সাজানোর উপর। তাই বিষয়টি গভীরভাবে পর্যালোচনার দাবি রাখে। এই প্রকাশনার প্রাসঙ্গিকতা এখানেই নিহিত। সুধী সমাজকে এই চিন্তার প্রক্রিয়ায় অধিকতর সংশ্লিষ্ট করার উদ্দেশ্যেই এই পুস্তিকা প্রকাশ করা হলো।

নিবেদক-

মেজর জেনারেল (অবঃ) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম, বীর প্রতীক
নির্বাহী পরিচালক, সি এস পি এস
২৮ ফেব্রুয়ারী ২০০১ইং

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচীপত্র

ক্রমিক নং | পৃষ্ঠা নং

১. বিবিধ বিষয়ে সুপারিশমালা ৭-১৫

২. ১৯ নভেম্বর ২০০০ ইং গোলটেবিল আলোচনার
বিষয় ওয়ারী সারমর্ম ১৬-৪৬

৩. ১৯ নভেম্বর ২০০০ ইং গোলটেবিল আলোচনায় উপস্থিত
আলোচকবৃন্দের তালিকা ও পরিচয় ৪৭-৪৮

৪. সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক এন্ড পিস ষ্টাডিজ এর পরিচিতি ...৪৯-৫২

www.pathagar.com

www.pathagar.com

১৯ নভেম্বর ২০০০ সিরডাপ মিলনায়তনে সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক এন্ড পিস স্টাডিজ (সি এস পি এস) কর্তৃক আয়োজিত "নির্বাচনে-নিরাপত্তা পরিবেশ" শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনার প্রেক্ষাপটে পেশ করা প্রস্তাব বা সুপারিশ ঃ

ক. নির্বাচনে নিরাপত্তা-পরিবেশ রক্ষা করা প্রসঙ্গে ঃ

১. দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা ও ভোটারের নিরাপত্তা ঃ

নির্বাচনে নিরাপত্তার পরিবেশকে সুষ্ঠুভাবে তৈরী করতে হলে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার প্রয়োজন। বর্তমানে আমাদের যে নির্বাচন পরিচালনার রীতি, তা খুবই স্বল্প মেয়াদী। ভোটার তার ভোটের অধিকার ঠিকমত প্রয়োগ করতে পারছে কিনা, এটার সঙ্গেই নিরাপত্তা পরিবেশ জড়িত। নির্বাচনী ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। নিরাপত্তা হচ্ছে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার একটা অংশ যা রাজনৈতিক প্রক্রিয়া হিসাবে বিবেচিত।

২. নির্বাচনকালীন নিরাপত্তার প্রেক্ষিত ঃ

নির্বাচনে-নিরাপত্তা পরিবেশকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যেতে পারে।

ক) প্রার্থীদের জনসভাতে নিরাপত্তা

খ) প্রচারকার্যে নিরাপত্তা

গ) গ্রাম-পাড়ায় মত বিনিময়কালে নিরাপত্তা

ঘ) ভোট কেন্দ্রে আসা-যাওয়ার সময় নিরাপত্তা

ঙ) ভোটের দিন কেন্দ্রের বাহিরে ও ভিতরে নিরাপত্তা

চ) ভোট শেষে নিজ নিজ বাড়ীতে গমনে নিরাপত্তা

www.pathagar.com

ছ) ভোট পরবর্তী দিনগুলিতে নিরাপত্তা

খ. নির্বাচনে সেনাবাহিনী নিয়োগের কার্যকারীতা ও ভূমিকা প্রসঙ্গে ঃ

১. সেনাবাহিনী নিয়োগের প্রাসঙ্গিকতা ঃ

আমাদের দেশে অন্যান্য নিরাপত্তা রক্ষাকারী বাহিনীর নির্বাচনে বিশৃংখলা বন্ধ করার ক্ষমতা সেনাবাহিনীর তুলনায় কম। নির্বাচনে সেনাবাহিনীকে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন। বন্যা হলে যদি সেনাবাহিনী বন্যা নিয়ন্ত্রণ কাজে যেতে পারে, ট্রাফিক কন্ট্রোল করতে পারে, রিলিফ -এর কাজেও হাত দিতে পারে, তাহলে সেনাবাহিনী অবশ্যই নির্বাচনের কাজেও হাত দিতে পারবে।

২. নির্বাচনী কেন্দ্রে সেনাবাহিনী নিয়োগ ও নতুন আইন প্রণয়নের যৌক্তিকতা ঃ

প্রতিটি নির্বাচনী এলাকায় অন্ততঃ ৪/৫ সপ্তাহ পূর্বে সেনাবাহিনী নিয়োগ করা প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে ভাল ফলাফল হতে পারে। তদুপরি প্রতিটি কেন্দ্রে অন্ততঃ দশজন সেনাবাহিনীর সদস্যকে রাখা প্রয়োজন। আগামী নির্বাচনে যদি এভাবে প্রতিটি কেন্দ্রে স্থায়ীভাবে সেনা সদস্য নিয়োগ করা হয়, তাহলে প্রিসাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার এবং বিভিন্ন দলের এজেন্ট যারা থাকবেন তাদের জানমালের নিরাপত্তা রক্ষা করা সম্ভব হতে পারে। তবে সেনাবাহিনী নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের দরকার। কারণ, জনগণ এটা চাচ্ছে কিনা-সেটা দেখা প্রয়োজন।

www.pathagar.com

৩. সেনাবাহিনীর ঐক্যবোধ ও 'টামর্স অফ রেফারেন্স এর ভূমিকা ঃ

সেনাবাহিনী বা সশস্ত্রবাহিনী আমাদের সমাজ জীবনের একটু বাইরে অবস্থান করায় এক ধরণের ঐক্যবোধ তাদের মধ্যে বিদ্যমান। কাজেই তাদেরকে দিয়ে জাতীয় এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে জাতির এই সুযোগটুকু নেয়া প্রয়োজন। এছাড়া সেনাবাহিনীকে আর একটু 'টামর্স অফ রেফারেন্স' যদি তাদের পক্ষে করানো যায়, বিশেষ করে নির্বাচনের ক্ষেত্রে, তাহলে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে সুবিধা হতে পারে।

৪. সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ প্রসঙ্গে ঃ

শুধু সেনাবাহিনী মোতায়েনই যথেষ্ট নয়; সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণেরও দরকার। নির্বাচনী কেন্দ্রে, বিশেষ করে, পোলিং ষ্টেশনের ভিতরের পরিবেশ সম্পর্কে সেনাবাহিনীর সদস্যদের ধারণা খুবই কম। সেনাবাহিনীকে শুধুমাত্র বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। যদি সত্যিকার অর্থে সেনাবাহিনীকে নির্বাচনী ডিউটিতে কাজে লাগাতে হয়, সেক্ষেত্রে অবশ্যই সেনাবাহিনীর পূর্ব প্রশিক্ষণ দেয়া প্রয়োজন। নির্বাচনকালীন পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেয়া প্রয়োজন।

গ. ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে সেনাবাহিনী নিয়োগের কার্যকারীতা প্রসঙ্গে ঃ

১. ম্যাজিস্ট্রেটের জবাবদিহিতা থাকা প্রয়োজন ঃ

ম্যাজিস্ট্রেটের কর্তৃত্বাধীনে নির্বাচনকালীন সময়ে সেনাবাহিনী থাকার একটা দিক আছে। কেননা, বেসামরিক প্রশাসনই দেশ শাসন করছে। আর

www.pathagar.com

তাদেরকে সহযোগীতা করার জন্য সেনাবাহিনী আসে। তবে নির্বাচন পরবর্তী ম্যাজিস্ট্রেটের অবশ্যই জবাবদিহিতা থাকা প্রয়োজন। কোন ঘটনা যদি প্রকাশ হয়, ম্যাজিস্ট্রেট যদি তার ব্যবস্থা নিতে সেনাবাহিনীকে না বলেন, বা তিনি যদি না পালন করেন, সে ব্যাপারে নির্বাচন পরবর্তীকালে অত্যন্ত কঠোর জবাবদিহিতা ও শাস্তির ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

২. ম্যাজিস্ট্রেট এর ক্ষমতার ব্যবহার প্রসঙ্গে ঃ

ম্যাজিস্ট্রেসি পাওয়ার যেটা, সেটা লোকাল প্রশাসনকে দেয়া হয়। তারা তাদের ইচ্ছামত সেনাবাহিনীর সদস্যদেরকে যেখানে প্রয়োজন সেখানে পাঠান। এখানে একটু সমস্যা আছে, আমাদের ডিসি, এসপি থেকে শুরু করে যারা অনান্য সিভিল প্রশাসনের দায়িত্বে রয়েছেন তারা যেহেতু সব সময় সেখানে থাকেন, সেহেতু তাদের সাথে সেখানে যারা নির্বাচন করেন শিল্পপতি, পুঁজিপতি, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ অর্থাৎ, বিভিন্ন পর্যায়ের লোকদের সাথে তাদের সেখানে একটা বোঝাপড়া থাকে। আর এই সুযোগে তারা নির্বাচনের সময় সেনাবাহিনীকে নিজেদের পছন্দমত প্রার্থীর পক্ষে ব্যবহার করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। এই জিনিসগুলো কঠোরভাবে বন্ধ করা প্রয়োজন।

ঘ. আইন-শৃংখলা রক্ষার প্রয়োজনীয়তা ঃ

১. মন মানসিকতার পরিবর্তন করা প্রয়োজন ঃ

নির্বাচনকালীন সময়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয় আমাদের দেশে শুধুমাত্র ভোটের দিনই আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার তাগিদ বেশী লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন নির্বাচনের আগে ও নির্বাচনের পরে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি রক্ষা করা। কিছু কিছু ক্ষেত্রে

www.pathagar.com

শৃঙ্খলা মোটেই দেখা যায় না, যেমন, লেখালেখির জন্য ওয়ার্কার্সরা দেয়াল দখল করে, তারপরে এই দেয়ালগুলোকে বিক্রি করে বিভিন্ন প্রার্থীর কাছে। এই দেয়াল দখল নিয়ে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে থাকে। আগামী নির্বাচনকে সত্যিকার অর্থে নিরপেক্ষ দেখতে চাইলে আমাদের দেশের রাজনীতিবিদদের এই দেয়াল দখলের প্রতিযোগিতা ও এই জাতীয় মনমানসিকতাকে পরিত্যাগ করতে হবে। আর সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন আমাদের প্রত্যেকের নাগরিক অধিকারকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করার জন্য নির্বাচনকালীন আইন-শৃঙ্খলার ব্যাপারে সার্বিকভাবে সচেতন হওয়া।

২. সন্ত্রাসীদেরকে দমন করা প্রসঙ্গে ঃ

সন্ত্রাসী যারাই হোক তারা মূলতঃ খুব দূর্বল, খুব অসহায়। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা একটি দলের বা শক্তির ছাঁয়ায় না আসছে, সমর্থন পুষ্ট না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সন্ত্রাসী হওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিয়ন্ত্রণে শুধু "শো -অফ ফোর্স" হিসাবে না, শুধুমাত্র বেসামরিক প্রশাসনের সহায়তায় নয়, প্রয়োজনবোধে এই প্রক্রিয়ায় যদি পুরোপুরি জড়িত হয়, তাহলে এই পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে। প্রয়োজনে সকল প্রকারের সন্ত্রাসী ও মাস্তানদের তালিকা তৈরী করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

৩. শান্তি-শৃংখলা পর্যবেক্ষক দল গঠন করা প্রসঙ্গে ঃ

নির্বাচনী সহিংসতাকে প্রতিহত করার জন্য আরও কঠোর আইনের বিধান করতে হবে। এতে করে রাজনৈতিক সহিংসতা কমে যাবে বলে আশা করা যায়। তবে এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোর সহিংসতা বন্ধের ইচ্ছা থাকতে হবে এবং রাজনৈতিক দল সমূহকে সহিংসতা বন্ধে আগ্রহী করে

www.pathagar.com

তোলার জন্যেও কিছু নতুন আইন প্রণয়নের প্রয়োজন। যে আইনে কোন রাজনৈতিক দল কোন সহিংস কার্যকলাপে জড়িত হলে তার নেতা ও নেত্রীদের শাস্তি প্রদানের বিধান থাকতে হবে এবং প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট দলের নির্বাচনে অংশগ্রহণ বে-আইনী ঘোষণা করার বিধান থাকতে হবে। একটি নিরপেক্ষ, নির্দলীয়, স্বাধীন, শান্তি-শৃংখলা পর্যবেক্ষক দল গঠন করতে হবে। তারা নির্বাচন পূর্ব সময় থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত সকল প্রকারের কর্মকান্ডের প্রতি দৃষ্টি রাখবেন। এক্ষেত্রে তারা সকল প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলের সভা, সমিতি, মিছিল, শোভাযাত্রা ইত্যাদিতে কোনভাবে নির্বাচনী আইন বা বিধি ভঙ্গ হলো কিনা, তা লক্ষ্য করবেন। কোন দল বা গোষ্ঠী কোনভাবে সহিংস ঘটনায় জড়িত হচ্ছে কিনা তা দেখবেন। সহিংস ঘটনার সহিত সরাসরি জড়িত না হয়ে দূর থেকে এতে মদদ দিচ্ছে কিনা তাও লক্ষ্য করবেন। নির্বাচন পরিচালনাকারী ও স্বাধীন নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী শান্তি-শৃংখলা পর্যবেক্ষকদের প্রতিদিনকার প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে সংঘটিত ঘটনা সমূহের বিষয়গুলি বিবেচনা করবেন। এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় শাস্তি প্রদান করবেন। আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলোকে নির্বাচনের সময় সরকারী নির্দেশ বলে স্বাধীন নির্বাচন কমিশনের আজ্ঞাবহ করতে হবে। এই বিষয়ে নির্বাচন কমিশন প্রয়োজন অনুযায়ী তাদের ব্যবহার করবেন। আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থা এ সময়ে সরাসরি নির্বাচন কমিশনের নিয়ন্ত্রণে থেকে নির্বাচন কমিশনের কাছে তার সকল কাজের জন্য জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকতে হবে। দেশের সার্বিক আইন-শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব হলো সরকারের এবং নির্বাচনের সময় সকল আইন-শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব সরকারেরই। সেজন্য সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থাও তাদের দৈনন্দিন কাজ হিসাবে নির্বাচনের সময় তাদের দায়িত্ব পালন করবেন।

www.pathagar.com

৬. একাধিক দিনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গেঃ

১. অঞ্চল ভিত্তিক নির্বাচন অনুষ্ঠান করা ঃ

পরিবেশ-পরিস্থিতি বিবেচনা করে বাংলাদেশে যে ছয়টি বিভাগ আছে সেই বিভাগগুলিতে আলাদা আলাদা দিনে নির্বাচন সম্পন্ন করা প্রয়োজন। এতে করে প্রয়োজনীয় লোকবল ও আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সরবরাহ করা বা তাদের পক্ষে যথাযথভাবে কর্তব্য পালন করা সহজতর হতে পারে।

২. ভোটারদের বয়স অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠান করা ঃ

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত দক্ষিণ আফ্রিকার জাতীয় নির্বাচন থেকে শিক্ষা নিলে খুব ভাল হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার শিক্ষানুসারে ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়াটি পরপর তিন দিনে অনুষ্ঠিত করা যেতে পারে। প্রথম দিন বয়স্ক অসমর্থ লোকদের জন্য ভোট হবে এবং সেইদিনই মহিলাদের ভোট গ্রহণ করা হবে। দ্বিতীয় দিন ৩০ থেকে ৫০ বছরের ভোটারদের ভোট নেয়া হবে এবং তৃতীয় দিন ১৮ থেকে ৩০ বছরের তরুণ-তরুণীদের ভোট গ্রহণ করা হবে। এতে করে কেন্দ্রে বিশৃংখলা কমে যাবে। যেদিন যাদের ভোট থাকবে সেদিন কেন্দ্রের আশেপাশেসহ কেন্দ্রের ভিতরে সেই শ্রেণী ভিন্ন অন্য কোন শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত কেউ উপস্থিত থাকবেন না বা আসতে না দেয়ার বিধান করা যায়।

৩. একাধিক দিনে নির্বাচন অনুষ্ঠানে সম্ভাব্যতা যাচাই করা ঃ

তিনদিন ব্যাপী বা কয়েকদিন ব্যাপী নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয়টা মাঠ পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে আরেকটু আলোচনা করা প্রয়োজন। কেননা, এর সাংগঠনিক যে দিকটা, সেটা কতটুকু ঠিকমত করা যাবে তা দেখা

www.pathagar.com

দরকার। সেক্ষেত্রে বিষয়টা নির্বাচন কমিশনের সাথে বসে বা নির্বাচনের সাথে সরাসরি যারা জড়িত তাদের সাথে বসে দিনব্যাপী ওয়ার্কশপ করে ঠিক করা যেতে পারে। তাছাড়া জনগণের আস্থার ব্যাপারটাও রয়েছে। জনগণ তিনদিন ব্যাপী বা চারদিন ব্যাপী নির্বাচনটা কতটা বিশ্বাসযোগ্য মনে করবেন, সেটা জনগণের কাছে গিয়ে বসে আলাপ করার প্রয়োজন আছে।

৪. সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যদের ভোটদান প্রসঙ্গে ঃ

সেনাবাহিনী বা সশস্ত্রবাহিনীতে যারা আছেন, যারা নির্বাচনে নিরাপত্তার জন্য কর্তব্য পালন করবেন তাদেরও কিন্তু ভোট দেওয়ার একটা সময় থাকা প্রয়োজন। কিন্তু ডিউটিরত অবস্থায় তাদের পক্ষে ভোট প্রদান করা সম্ভব নয়। সশস্ত্র বাহিনী, পুলিশ বাহিনী, বিডিআর ও আনসার ভিডিপি সদস্য যাতে ভোট দিতে পারে, এরকম একটা ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে যদি একাধিক দিনে নির্বাচন সম্পন্ন হয় তবে তারাও ভোট দানের সুযোগটা পেতে পারে।

চ. নির্ভুল ভোটার তালিকা তৈরী করা প্রসঙ্গে ঃ

সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন একটি নির্ভুল ভোটার তালিকা এবং যা হতে হবে হালনাগাদ ও সংশোধিত। কিন্তু এমন কোন ভোটার তালিকা বিগত কোন নির্বাচনেই পাওয়া যায়নি বলে ধারণা করা হয়। দাপুনিয়া মডেল নির্বাচন অবশ্য এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। দেশে অনুষ্ঠিত প্রায় প্রতিটি নির্বাচনে ভোটার তালিকা ছিল ত্রুটিপূর্ণ। কম বয়সীকে তালিকায় অন্তর্ভূক্তি, অনেক যোগ্য ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়া, একই ব্যক্তির নাম দু'টি ভিন্ন কেন্দ্রের তালিকার অন্তর্ভূক্তি, মৃত ব্যক্তির নাম তালিকায় বহাল থাকা ইত্যাদি ত্রুটিপূর্ণ বিষয়গুলি ভোটার

www.pathagar.com

তালিকার সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছে। এমনও দেখা গেছে, বিগত একটি জাতীয় নির্বাচনে যে ব্যক্তি ভোটার ছিলেন, পরবর্তী নির্বাচনে তার নাম তালিকা থেকে বাদ পড়ে গেছে। তারপরে, প্রচলিত আইনে ভোট কেন্দ্রকে ভোটারের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য কোন বিধান নেই। তাই অনেক অসুস্থ রোগী বা অসুস্থ ভোটার কেন্দ্রে গিয়ে ভোট প্রদান করতে সক্ষম হন না। এ বিষয়ে একটি সঠিক পদক্ষেপ নেয়া দরকার।

www.pathagar.com

" সম্মানিত আলোচকবৃন্দের বক্তব্যের বিষয়ওয়ারী সারমর্ম "

১। নির্বাচনে নিরাপত্তা-পরিবেশ প্রসঙ্গে ঃ

বিচারপতি মোহাম্মদ আব্দুর রউফ

নির্বাচনে নিরাপত্তা-পরিবেশ প্রসঙ্গ নিয়ে চিন্তা করতে গেলে আমাদের অনেক বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে হবে। যেমনঃ একটা Preventive measure হতে পারে, অন্যটা Curative measue হতে পারে; একটা Long Term Programme হতে পারে; অন্যটা Short term programme হতে পারে। আজকের আলোচনায় আমরা আপাততঃ Preventive side টা নিয়েই চিন্তা করছি। এরও প্রয়োজন আছে তবে, পরিবেশকে সুস্থ করার জন্য যে পরিকল্পনা প্রয়োজন সেটা short term পরিকল্পনায় হয় না। একটা Long term পরিকল্পনার দরকার। যেমন, নির্বাচনে প্রার্থীরা সবাই খেলেন, একমাত্র ভোটাররাই খেলতে পারেন না। সবাই প্রাধ্যন্য পায়, ভোটাররা প্রাধান্য পায় না। ভোটাররা অনেকটা বলির পাঠার মতো এসে ভোট দেয়। তারপরেও রাস্তাঘাটে বাধা দেয়া হয় ইত্যাদি। ভোটারদেরকে যদি গণতন্ত্রে আনা না যায়, তাদের মধ্যে যদি কর্তব্যজ্ঞানের বিকাশ ঘটানো না যায় তাহলে কিন্তু বিদ্যমান পরিস্থিতির কোন রকম উন্নতির আশা করা যাবে না।

www.pathagar.com

জনাব ফিরোজ এম. হাসান

ভোটার স্বাধীনভাবে তার ভোটের অধিকার ঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারছে কিনা, এটার সঙ্গে নিরাপত্তা ও অন্যান্য ইস্যু জড়িত। যেখানে, নিরাপত্তা বাহিনী-র একটা ভূমিকা চলে আসে। নির্বাচন কমিশনে যে আইন আছে, সেটা নির্বাচন কমিশনের স্বাধীন ও সাংবিধানিক নিয়মের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু সংবিধানে বলা হচ্ছে, নির্বাচন কমিশন কে সমস্ত কিছু দিয়ে সহায়তা করবে সরকার। যখনই নির্বাচন আসে তখনই নির্বাচন কমিশন তার কাজ করে চলে। এক্ষেত্রে নির্বাচনের দিনে নিরাপত্তার ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা লক্ষণীয়।

জনাব শেখ তৌফিক এম.হক

গভর্নেন্স কোয়ালিশনের পক্ষ থেকে আমরা বিভাগীয় শহর গুলোতে এবং জেলা শহরে নাগরিক সমাজের সাথে আলাপ করে যেটা বুঝতে পেরেছি যে, নির্বাচনে নিরাপত্তার ব্যাপারটা এখানে ঢাকা শহরে আপনারা যেভাবে ভাবছেন, তারা ঠিক সেভাবেই নিরাপত্তার বিষয়টিকে চিন্তা করছেন। তাদের দিক থেকে এটা আরও বেশী অনুভূত হচ্ছে এই কারণে যে, তাদের অভিজ্ঞতার জায়গাগুলো আরও শক্ত।

জনাব আমিনুল ইসলাম

নির্বাচনে সব থেকে বড় যে সমস্যা সেটি হচ্ছে নিরাপত্তা। নির্বাচনের দিনে যেমন, আমাদের এলাকায় বিভিন্ন প্রার্থীর লোকজন এসে রাত্রে সাধারণ ভোটারদেরকে চতুর্দিক থেকে ঘেরাও করে। কি খবর তাদের, এই জাতীয় সব খোঁজ খবর নিতে থাকে। মূলতঃ তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, কিছু ভোটার আসবে, এক থেকে দু'ঘন্টা ভোট হবে, এরপর সেখানে ককটেল চার্জ

www.pathagar.com

হবে। সাধারণ ভোটাররা চলে যাবে। সন্ত্রাসীরা ইচ্ছামত তাদের পছন্দমত প্রার্থীকে নির্বাচিত করার জন্যে ব্যালট পেপারগুলো নিয়ে কেটে বাক্সে ঢুকিয়ে দেবে। এটাই হলো তাদের মূল উদ্দেশ্য। যদি সেখানে প্রিসাইডিং অফিসার বাধ সেধে বসেন, তাদের ইচ্ছাপূরণ করতে না চান, তাহলে তার জীবনের হুমকিস্বরূপ তারা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এজন্য নিরাপত্তাবাহিনীর পক্ষ থেকে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, এটা একেবারে অপ্রতুল।

জনাব মোঃ আনোয়ার চৌধুরী

"নির্বাচনে নিরাপত্তা-পরিবেশকে ২টি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। যথা ঃ- (১) নির্বাচনে নিরাপত্তা এবং (২) অন্যান্য সমস্যা

নির্বাচনে নিরাপত্তা অংশকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমনঃ- (১) প্রার্থীদের সভাতে নিরাপত্তা (২) প্রচার কার্যে নিরাপত্তা (৩) গ্রাম-পাড়ায় মত বিনিময়কালে নিরাপত্তা (৪) ভোট কেন্দ্রে আসা-যাওয়ার সময় নিরাপত্তা (৫) ভোটের দিন কেন্দ্রের বাহিরে ও ভিতরে নিরাপত্তা (৬) ভোট শেষে উপজেলাতে গমনে নিরাপত্তা এবং (৭) ভোট পরবর্তী দিনগুলিতে নিরাপত্তা।

২। নির্বাচনে সেনাবাহিনী নিয়োগ প্রসঙ্গেঃ

জনাব মোঃ আখতার হামিদ সিদ্দিকী, এমপি

সেনাবাহিনীকে আর একটু 'টার্মস অফ রেফারেন্স' যদি আমরা তাদের পক্ষে করে দেই হয়তোবা নির্বাচনের ক্ষেত্রে কারচুপি রোধ বা সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন মনিটরিং করার ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে। কিন্তু এর

www.pathagar.com

অন্যরকম দিকটাও আছে। সেনাবাহিনীকে মাত্র ৫ দিন আগে নিয়োজিত না করে যদি ৪/৫ সপ্তাহ আগে নিয়োজিত করা যায়, তাহলে কিন্তু জনগণ অবশ্যই আরও উন্নততর সেবা পাবে। সেটা সেনাবাহিনীর মনস্তাত্বিক কারণেই হোক বা অন্য কোন কারণে হোক সেটার একটা দিক অত্যন্ত ভাল।

প্রফেসর এমাজউদ্দিন আহমদ

আমি সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তাদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে আসার জন্য, তাদের সংশ্লিষ্ট হওয়ার পক্ষে দুটো কারণ চিহ্নিত করতে চাই। "They must there" তাদের আসা অপরিহার্য প্রয়োজন। আমার কাছে অন্ততঃ দুটি কারণ গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। একটি হলো আজকের দিনে যে কোন কারণেই হোক না কেন, সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখুন বা সামাজিক শক্তিগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখুন, ছাত্র-শিক্ষক, পেশাজীবি, চিকিৎসক, সরকারী-কর্মকর্তা, শ্রমিক, কৃষক যে কোন পর্যায়ে দৃষ্টি দিন দেখবেন এই সামাজিক শক্তিগুলো বিভক্ত, খন্ড, ছিন্ন। আদর্শিক কোন অঙ্গীকারে বিভক্ত নয় বটে, কিন্তু বিভক্ত। অতীতে ছাত্র সংগঠনগুলো শক্তি হিসাবে যেভাবে কাজ করেছে, আজকে দ্বিধা-বিভক্ত। শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের মধ্যেও বিভক্তি প্রকট। সরকারী কর্মকর্তা যাদের নিরপেক্ষভাবে কাজ করার কথা তারা নিজেদের মধ্যেও বিভক্ত।এই প্রেক্ষাপটে আমার মনে হয়েছে, সামরিক কর্মকর্তারা সমাজ জীবনের একটু বাইরে হয়তো তারা অবস্থান করছেন অথবা চারপাশে যা কিছু ঘটছে তার থেকে একটু দূরে অবস্থান করার ফলে এখনও এক ধরণের ঐক্যবোধ সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন স্তরে বিদ্যমান দেখা যায়। অথবা কিছু ঘটে থাকলেও আমাদের চোখের সামনে আমরা সুষ্ঠুভাবে দেখছি না। জাতীয় জীবনে এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে নির্বাচন যখন অনুষ্ঠিত হবে তখন এই

www.pathagar.com

সুযোগটুকু জাতির নেয়া দরকার। কেয়ারটেকার গভর্মেন্টের তত্ত্বাবধানে সামরিক বাহিনীকে অবশ্যই নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় জড়িত করা প্রয়োজন।

অধ্যাপক নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহ

সেনাবাহিনীর "শো অফ ফোর্স" হিসেবে যে ভূমিকাটি সেটি পরিপূর্ণভাবে কার্যকর করা সম্ভবপর নয় বর্তমান পরিস্থিতিতে। সম্প্রতি ২৬ সেপ্টেম্বর ২০০০ইং তারিখে কুমিল্লা পৌরসভায় যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল সেটি তার সবচাইতে বড় প্রমাণ। লুৎফুন্নেছা বিদ্যালয় কেন্দ্র এবং গোবিন্দপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, এই দুই কেন্দ্রে সেনাবাহিনী, বিডিআর, পুলিশ, আনসার তথা সকল ধরণের নিরাপত্তা রক্ষাকারী বাহিনীর উপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও লুৎফুন্নেছা কেন্দ্রে ব্যালট পেপার ছিনতাই হয়েছে এবং গোবিন্দপুর কেন্দ্রে নানান রকম ব্যাপক অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে। সে কারণেই প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিজে উপস্থিত থেকে এই কেন্দ্র দুটোর নির্বাচন প্রক্রিয়া স্থগিত করেন এবং নতুন করে পুনঃনির্বাচন করতে হয়েছিল গত ২৩ অক্টোবর ২০০০ইং তারিখে।

জনাবা তালেয়া রেহমান

আমি যেটা চলতে চাই, আজকে নির্বাচনে সেনাবাহিনীর ডিপ্লয়মেন্ট সম্পর্কে আমরা সবাই একমত হয়েছি, কিন্তু কিভাবে ডিপ্লয় করা যাবে সেটা নিয়ে ভাবনার সময় বোধহয় এসে গেছে। সেনাবাহিনী সম্বন্ধে আপনাদের সবুজ বইটি পড়ার একটু সময় পেয়েছিলাম। সেটাতে দেখলাম অনেকেই, বিশেষ করে রাজনীতিবিদগণ একটি সন্দেহ প্রকাশ করেছেন সেনাবাহিনীকে ইলেকশন মনিটরিং -এর দায়িত্বে দেয়া যেতে পারে কিনা। তাদের মতে, এটা ঠিক না। তার উত্তরে আমি বলবো, বন্যা হলে যদি

www.pathagar.com

বন্যা নিয়ন্ত্রণ কাজে সেনাবাহিনী যেতে পারে, ট্রাফিক কন্ট্রোল পর্যন্ত করতে পারে এবং রিলিফ -এর কাজেও হাত দিতে পারে তাহলে সেনাবাহিনী অবশ্যই ইলেকশন -এর কাজে হাত দিতে পারে এবং সেনাবাহিনী তো বিচ্ছিন্ন একটা জিনিস না। সেনাবাহিনীকে আমরা শত্রু হিসাবে দেখব না। যেটা সচরাচর আমরা দেখে থাকি। আরেকটা বিষয় যেটা সেনাবাহিনী সম্বন্ধে, বিশেষ করে, সেনাবাহিনীর মোতায়েন সম্বন্ধে সকলের একটুখানি ভীতি রয়েছে। সেনাবাহিনীও থাকতে পারে, কিন্তু সেনাবাহিনী বাইরে থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েও কিছু করতে পারবে না, যদি না সেই এলাকাবাসীদের সমর্থন পাওয়া যায়।

জনাব ফিরোজ এম. হাসান

সেনাবাহিনীকে নির্বাচনে অবশ্যই ব্যবহার করা প্রয়োজন। তবে সেনাবাহিনী নিয়োগের ক্ষেত্রে একটুখানি 'টামর্স অফ রেফারেন্স' টা পরিবর্তন করলে হয়তো জিনিসটা ভাল হবে। আরেকটা জিনিস, নির্বাচনে সেনাবাহিনীকে নিয়োগের কেত্রে এমনভাবে তাদেরকে একটা রুল দেয়া এবং যা নির্বাচনের দিন অত্যাবশ্যকীয় যে, প্রিসাইডিং অফিসার অথবা ম্যাজিস্ট্রেট যদি চান তখন সেনাবাহিনী আসবে তাদের সাহায্যের জন্য। অন্য একটা প্রস্তাব হচ্ছে, সেনাবাহিনী নিয়োগ নির্বাচন শুরুর বেশ কিছুদিন আগে, শুধুমাত্র দু'তিন দিন আগে না; বেশ কিছু দিন আগে করা যেতে পারে।

আমার কাছে যেটা মনে হয় যে, সেনাবাহিনী পরবর্তী সংসদীয় নির্বাচনে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তাদের অন্ততঃ এই ভূমিকা পালন করা উচিত। জনসাধারণের ভোটের অধিকার সঠিকভাবে প্রয়োগ করার জন্য এই ধরণের পরিবেশ ছাড়া সম্ভব না। এ রকম একটা পরিবেশ তৈরী করতে না পারলে আসলে আগামী নির্বাচনটি কতকখানি বিশ্বাসযোগ্য হবে

www.pathagar.com

তা চিন্তার বিষয় শুধু না; এটা অনেকে ধরেও নিতে পারে যে অতখানি বিশ্বাসযোগ্য ইলেকশন হবে না। সেই কারণে, সেনাবাহিনী একটা বড় ভূমিকা পালন করতে পারে। যেমন, ১৯৯৬ 'এর নির্বাচনে সেনাবাহিনী বড় ভূমিকা রেখেছিল।

ব্রিগেডিয়ার এম. সাখাওয়াত হোসেন, এনডিসি, পিএসসি (অবঃ)

নির্বাচনে সেনাবাহিনীকে সম্পৃক্ত করতেই হবে, কোন উপায় নেই। কারণ, আমাদের নিরাপত্তা রক্ষাকারী বাহিনীগুলোর ততোখানি ক্ষমতা নেই নির্বাচনী বিশৃংখলাকে বন্ধ করার। আপনারা যখনই নির্বাচনের জন্য সেনাবাহিনীকে নিয়োগ করবেন, আমি জানিনা এটা মিনিস্ট্রি অব হোমের অধীনে হবে, না নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে হবে। সেনাবাহিনীকে ঐ নির্বাচন ডিউটির জন্য কিছু ক্ষমতা দিতেই হবে।

ব্রিগেডিয়ার সৈয়দ জাহাঙ্গীর কবির, এনডিসি,পিএসসি (অবঃ)

নির্বাচন প্রক্রিয়া জাতির সংস্কৃতির ভিত্তিতেই হবে। সেনাবাহিনীকে টানাটানি, হানাহানি করে নির্বাচনের সম্পূর্ণ নিরাপত্তা আদায় করা যাবে না। যারা নির্বাচিত হন তারাই সমাজপতি, দেশপতি। তারাই নির্বাচিত হয়ে জাতীয় ক্ষেত্রে আমাদের যে ইনষ্টিটিউশনস আছে সশস্ত্র বাহিনী, আমলাতন্ত্র, বিচার বিভাগ সবক্ষেত্রেই তাদের বিচরণ আছে ক্ষমতার প্রয়োগ আছে, অপপ্রয়োগ আছে। যারা নির্বাচিত হয়ে এসব প্রতিষ্ঠান নিয়ে খেলবেন, তাদেরকে নির্বাচনের সময় এসব প্রতিষ্ঠান দিয়ে, এসব প্রতিষ্ঠানের সদস্য দিয়ে কিভাবে ঠেকিয়ে রাখা যাবে সেটা সম্ভবতঃ বলা

www.pathagar.com

মুশকিল। সেনাবাহিনীর লোকজনকে দেখলে দেশের জনসাধারণ ভয় পায় না। যতটুকু ভয় পায় বা যতটুকু উনাদেরকে গ্রহণ করে ওতোটুকু নিয়েই আমাদেরকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। এর বেশী কিছু করা যবে না। কারণ, শুধু নির্বাচনের দিন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করে নির্বাচন সুষ্ঠু করা যাবে না। সেনাবাহিনীকে বেশী টানা-হেচড়া করা ঠিক হবে না। আগেও এতে মঙ্গল হয়নি আমাদের, বর্তমানে বা ভবিষ্যতেও যে মঙ্গল হবে এরকম নিশ্চয়তা দেওয়া বেশ শক্ত। সেনাবাহিনীর নিজেরও অনেক রকমের দুর্বলতা আছে স্বীকার করতেই হবে। রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে সেনাবাহিনীও বিতর্কের উর্দ্ধে থাকতে পারেনি সম্পূর্ণভাবে। এ অবস্থায় আমার মনে হয়, সেনাবাহিনীকে নিজের কাজে নিজের মনোনিবেশ করতে দেয়াটাই উত্তম হবে এবং তাদেরকে আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির দুর্বল ক্ষেত্রগুলি যত কম দেখানো যায় ততই মঙ্গল। তাদেরকে দিয়ে ঠেঙ্গিয়ে এগুলো ঠিক করানো যাবে না।

জনাব শেখ তৌফিক এম. হক

সামরিক বাহিনীকে নিয়ে যখন আমরা নতুন প্রস্তাব আনছি, তখন সামরিকবাহিনীর রাজনীতিকিকরণের ব্যাপারে ভবিষ্যতের যে ভয়টা সেটার ব্যাপারে কিছু ভাবা দরকার। আমি বলছিনা যে, এখনই আমাদের মধ্যে এই জিনিসগুলো হয়ে গেছে বা হতে পারে। কিন্তু এটা আমার মনে হয় যে, এটা নিয়ে সিরিয়াসলি চিন্তা করা উচিৎ। সামরিক বাহিনীকে পলিটিসাইজ করার প্রক্রিয়া বা আর কোন মাত্রা এর সাথে যোগ হবে কিনা; অর্থাৎ নির্বাচনে নিরাপত্তার সাথে সামরিকবাহিনীকে সংশ্লিষ্ট করানো যাবে কিনা? একটা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান কখন পলিটিসাইজড হয়ে যায় সেটা ভেবে দেখা উচিত। এটা হয় 'গিভ এন্ড টেক' এর যে ব্যাপারগুলো আছে অর্থাৎ, সরকারী বা রাজনৈতিক মহল থেকে তাদেরকে

www.pathagar.com

সুযোগ-সুবিধা দেয়ার মধ্য থেকে। সেই সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যে ইতিমধ্যে আমাদের সরকারী কর্মচারীরা পড়ে গেছেন। আমাদের সামরিকবাহিনী হয়তো এখনও সেভাবে পড়েননি। সামরিকবাহিনী যদি আজকে নির্বাচনে অংশ নেন এবং তারা যদি নির্বাচনে নিরাপত্তার ব্যাপারে সামগ্রিকভাবে সক্রিয় থাকেন, সেক্ষেত্রে সামরিকবাহিনীর যে 'রুলস্ অফ কমান্ড' এবং তাদের মধ্যে যে অলিখিত ক্রমধারা ব্যবস্থা রয়েছে সেটা কতটা প্রভাবিত হবে কি হবে না, সেটা দেখা যেতে পারে।

জনাব আমিনুল ইসলাম

আমার প্রস্তাব হলো, প্রতিটি কেন্দ্রে অন্ততঃ দশজন সেনাবাহিনীর সদস্যকে দেয়া। সেখানে পুলিশ থাকবে, আনসার থাকবে এবং তারা সেখানে অবস্থান গ্রহণ করবেন। সেনাবাহিনীতে যারা চাকুরী করছেন তারা আমাদের ভাই, আমরাও তাদের ভাই। তারা সিভিল থেকে সেনাবাহিনীতে যান, চাকুরী শেষে আবার সিভিলে চলে আসেন। তারা ত একটা নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পরিমন্ডলে থেকে আবার চলে আসেন। নির্বাচনের স্বার্থে, দেশের ও জাতির স্বার্থে আমার পরামর্শ থাকলো অত্যন্ত জোরালোভাবে যে, আগামী নির্বাচনে যদি এভাবে প্রতিটি কেন্দ্রে স্থায়ীভাবে সেনাসদস্য নিয়োগ করা হয় তাহলে প্রিসাইডিং, পোলিং অফিসার এবং যারা অন্যান্য দলের এজেন্ট থাকবে, তাদেরও জানমালের নিরাপত্তা থাকবে সেখানে। তাহলে সেখানে যদি কেউ জাল ভোট দিতে আসে সেটা প্রতিবাদ করা সম্ভব হবে।

www.pathagar.com

সেনাবাহিনীর সম্পৃক্ততার প্রয়োজন আছে। তবে এজন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নেরও দরকার আছে। কারণ, জনগণ এটা চাচ্ছে কিনা সেটাও দেখতে হবে। আর সেনাবাহিনী নিয়োগ করলে জনগণ যখন নিজেকে নিরাপদ ও সন্ত্রাসমুক্ত ভাববে তখন সুষ্ঠুভাবে হয়তো ভোটও দিতে পারবে।

৩। ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে সেনাবাহিনী নিয়োগ প্রসঙ্গেঃ

জনাব মোঃ আখতার হামিদ সিদ্দিকী, এমপি

ম্যাজিস্ট্রেটের কর্তৃত্বাধীনে সেনাবাহিনী থাকার একটা দিক আছে। তা হচ্ছে যে, সিভিল এ্যাডমিনিস্ট্রেশনই রুল করছে, তবে সেনাবাহিনী আসছে তাদের সহায়তা করার জন্য। এখন সেনাবাহিনীর ক্ষমতা যদি বৃদ্ধি করা হয় তাহলে 'টার্মস অফ রেফারেন্স' এ আবার অন্য রকম কোন ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা আছে কিনা তাও দেখতে হবে যেটা আমাদের অতীত ইতিহাসে আছে। পার্শ্ববর্তী দেশেও কিন্তু এখনও সেনাবাহিনীর সরকারই সরকার চালাচ্ছে। সুতরাং এ ধরণের ঘটনা ঘটে যাওয়া কিন্তু কোন বিচিত্র নয়। সবজিনিসকেই দু'ভাবেই পর্যবেক্ষণ করে দেখতে হবে কোথায় সুবিধা, কোথায় অসুবিধা। এছাড়া সেনাবাহিনীর কর্তৃত্ব থাকে নিয়ন্ত্রণকারী ম্যাজিস্ট্রেটের উপরে। সেনাবাহিনীর ভোট কেন্দ্রে প্রবেশের অধিকার থাকে না কথাটা অত্যন্ত সত্য। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব যদি কোন কিছু না বলেন, তিনি যদি কোন একটা জিনিসকে উপেক্ষা করতে চান তাহলে সেনাবাহিনীর করণীয় বর্তমান 'টার্মস অফ রেফারেন্স' এ কিছুই থাকে না। সেক্ষেত্রে

www.pathagar.com

আমি কতকগুলো জিনিস সাজেষ্ট করতে চাই। সেটা হলো, ম্যাজিষ্ট্রেটদের জবাবদিহিতা অবশ্যই থাকতে হবে নির্বাচন পরবর্তীকালে। কোন ঘটনা যদি প্রকাশ হয়, তিনি যদি তার ব্যবস্থা নিতে সেনাবাহিনীকে না বলেন বা তিনি যদি না পালন করেন, সে ব্যাপারে নির্বাচন পরবর্তীকালে অত্যন্ত কঠোর জবাবদিহিতা এবং শাস্তির ব্যবস্থা থাকা উচিত বলে আমি মনে করি।

ব্রিগেডিয়ার এম. সাখাওয়াত হোসেন, এনডিসি, পিএসসি (অবঃ)

নির্বাচনের সময় কোথাও বিশৃংখলা দেখা দিলে সেনাবাহিনীকে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে খুঁজতে হবে, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের লিখিত অর্ডার নিতে হবে এবং লিখিত অর্ডার নেওয়ার পরে এ্যাকশন নিতে হবে। প্রিসাইডিং অফিসার যদি বলেন, আমাকে কতল করবে, আমাকে জবাই করবে, ম্যাজিষ্ট্রেট ছাড়া সেনাবাহিনীর করার কিছুই নেই। ব্যালট বাক্স ছিনতাই করে নিয়ে যাচ্ছে, সেনাবাহিনীর কিছু করার নেই। প্রিসাইডিং অফিসারের সামনে সীল মারা হচ্ছে সেখানে পুলিশও কিছু বলছে না, সেনাবাহিনীরও কিছু করার নেই। সুতরাং সেনাবাহিনী আদতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত নয়। আমি ম্যাজিষ্ট্রেট খুঁজছি যে, কখন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আসবেন, লিখিত দেবেন। আমার সেনাবাহিনীর লোকে যদি কাউকে থাপ্পর মারে কালকে আমার কমান্ডিং অফিসার-এর চাকুরীটা যেন না যায়। সেনাবাহিনী একজন ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুম ছাড়া নির্বাচনী ডিউটি করতে পারবে না। নির্বাচনী ডিউটিতে যেহেতু আপনি আনছেন, সুতরাং সেনাবাহিনীকে কেন দোষারোপ করা হচ্ছে? কোন কিছু হলে আপনারা বলবেন সেনাবাহিনী ছিল বলে ওখানে আমাদের লোক আসতে পারে নাই বা অমুককে তাড়িয়ে দিয়েছে এইজন্য আমরা কিছু করতে পারি নাই।

www.pathagar.com

ব্রিগেডিয়ার সৈয়দ জাহাঙ্গীর কবির, এনডিসি, পিএসসি (অবঃ)

সেনাবাহিনীকে দায়িত্ব দেয়ার জন্য দেশের সংবিধান বা আইনের পরিবর্তন আনার পক্ষে আমি নই। সেনাবাহিনীকে অবশ্যই সিভিল এ্যাডমিনিস্ট্রেশনের অধীনে কাজ করতে হবে। এটাই আমার মনে হয়, সেনাবাহিনী তথা দেশের জন্যে মঙ্গল। আর যদি আইন বা গণতন্ত্রের খাতিরে সংবিধানের পরিবর্তন করতে হয়, তাহলে নির্বাচন কমিশন এবং অন্যান্য সংস্থাকে শক্তিশালী করুন। কিন্তু সেনাবাহিনীকে তাদের ব্যারাকেই থাকতে দিন।

জনাব আমিনুল ইসলাম

ম্যাজিস্ট্রেসি পাওয়ার যেটা, সেটা লোকাল প্রশাসনকে দেয়া হয়। তারা তাদের ইচ্ছামত সেনাবাহিনীর সদস্যদেরকে যেখানে প্রয়োজন সেখানে পাঠায়। এখানে একটু সমস্যা আছে। আমাদের ডিসি, এসপি থেকে শুরু করে যারা অনান্য সিভিল প্রশাসনের দায়িত্বে রয়েছেন, তারা যেহেতু সব সময় সেখানে থাকেন সেহেতু তাদের সাথে সেখানে যারা নির্বাচন করেন শিল্পপতি, পুঁজিপতি, তারপরে নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন পর্যায়ের লোকদের সাথে তাদের সেখানে একটা বোঝাপড়া থাকে। আর এই সুযোগে তারা নির্বাচনের সময় সেনাবাহিনীকে নিজেদের পছন্দমত প্রার্থীর পক্ষে ব্যবহার করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। এই কথাটা আমার মনে হয় ধ্রুব সত্য। যদি ডিসি ও এসপি সাহেব জেলার কোন নেতা বা ঐ ধরণের পুঁজিপতি বা শিল্পপতির কথা না শোনেন তাহলে তারও জীবনের হুমকি আছে।

www.pathagar.com

৪। সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ ও সেনা সদস্যদের ভোটদান প্রসঙ্গে ঃ

মেজর জেনারেল (অবঃ) কে এম সফিউল্লাহ, বীর উত্তম, এমপি

সেনাবাহিনী বা যেসব সশস্ত্র আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী আছে যারা নির্বাচনে নিরাপত্তার জন্য কর্তব্যরত থাকেন, তাদেরও কিন্তু ভোট দেওয়ার একটা সময় থাকতে হবে; তারা চলে যায় ডিউটিতে। ডিউটিতে গিয়ে কিভাবে তারা ভোট দেবে? তারাও যাতে ভোট দিতে পারে এরকম একটা ব্যবস্থা আমি মনে করি করা প্রয়োজন এবং সেটা বোধহয় সম্ভব যদি এই নির্বাচনটাকে Staggering করা হয়, তাহলে তারা সেই সুযোগটা পাবে। এই প্রসেসটা কিভাবে হবে সেটা চিন্তা করা দরকার।

জনাবা তালেয়া রেহমান

সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণের দরকার। শুধু সেনাবাহিনী মোতায়েন না। বুথের ভিতরে গিয়ে কি করবে কিছুই জানে না, জীবনেও ভিতরে যায়নি বোধহয়। পোলিং ষ্টেশনের ভেতরে গিয়ে কি যে অবস্থা সেটার সম্বন্ধে কিছুই জানার নেই, কিন্তু তাদের বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে এবং পুলিশ বাহিনীর সবাই যে একই রকম তাও নয়। হতে পারে তাদের কোন রকম ইনস্ট্রাকশন আছে তাই তারাও হাত দিতে চায় না। সুতরাং শেষে আমাদের কিছুই ফলাফল হয় না। এর বাইরে আমরা আসতে চাইছি। যথেষ্ট এটা নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে এবং আর কথাবার্তার পরিবর্তে আমরা এ্যাকশনে নেমে যেতে চাই।

www.pathagar.com

৫। নির্বাচনকালীন সময়ে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি প্রসঙ্গে ঃ

বিচারপতি মোহাম্মদ আব্দুর রউফ

শুধু ভোটের দিন Law and Order দেখলেন আর বাকী সময়টাতে করলেন না সেটা ঠিক না। যে যে জায়গাগুলো নিয়ে গোলমাল লাগে, যেমন, একটা সংস্কৃতি গড়ে ওঠেছে পলিটিশিয়ান কর্তৃক দেয়াল দখল। ওয়ার্কাসরা দেয়াল দখল করে, তারপরে এটা বিক্রি হয় বিভিন্ন প্রার্থীর কাছে। এই দেয়াল দখল ও লিখন নিয়ে গোলমাল শুরু হয়ে যায়। যদি আগামী নির্বাচনকে সত্যিকার অর্থে নিরপেক্ষ গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হয়, তাহলে প্রথমে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সবাইকে আগে পরিস্কার হতে হবে যে, আমরা সত্যিকার অর্থে ইলেকশন নিরপেক্ষ দেখতে চাই। দ্বিতীয় হলো, যারা নির্বাচন পরিচালনা করবেন তাদের মন মানসিকতার পরিবর্তন আনতে হবে। অফিসাররা যদি মনে করেন যে, আমরা ঠেঙ্গাবো ভোটারদেরকে আর ভোটাররা এসে ভোট দিবেন এটা হবে না। তাদের মধ্যে সেই সংস্কৃতিটা গড়ে তুলতে হবে। যারা Law & Order ঠিক রাখার জন্য আসছেন তাদের মধ্যে একই সংস্কৃতির ব্যবস্থা করতে হবে এবং সবগুলো মিলিয়ে তারা যে নাগরিক কর্তব্য পালন করছেন এই অনুভূতি জাগাতে হবে। আজকে আমি আর্মি নই, আজকে আমি অফিসার নই; আজকে আমি অমুক নই এটা নাগরিক কর্তব্য, আমার নাগরিক অধিকারকে আমি প্রয়োগ করবো এবং আমার যে অধিকার আছে তাকে সংরক্ষণ করার দায়িত্বও আমার। সংরক্ষণের দায়িত্ব প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নয়; কিংবা প্রেসিডেন্টের নয়, কিংবা অন্য যে কোন

www.pathagar.com

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নয়। প্রত্যেকের দায়িত্বানুভূতিকে জাগাতে হবে এবং এটা করা সম্ভব।

প্রফেসর এমাজউদ্দিন আহমদ

আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে, একাডেমিক এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর হিসাবে দেখেছি "সন্ত্রাসী যারাই হোক, এরা বেসিক্যালি খুব দুর্বল, খুব অসহায়। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা একটি গ্রুপের বা শক্তির ছাঁয়ায় না আসছে, সমর্থন পুষ্ট না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সন্ত্রাসী হওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। তারা ভীত সন্ত্রস্ত। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের একটা এ্যাডভানটেজ হলো, আমরা যদি '৯১ এবং '৯৬ -এর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দিকে তাকাই, আমরা দেখেছি ঐ সময় এই সন্ত্রাসী লালন করবার এই কৃষ্টি, কালচার অন্ততঃ গত দুইবার আমরা দেখিনি। সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তা তাদের নেতৃত্বে কিছু ব্যক্তিবর্গ যদি কেয়ারটেকার গভর্মেন্টের নিয়ন্ত্রণে থেকে শুধু "শো অফ ফোর্স" হিসাবে না, শুধুমাত্র বেসামরিক প্রশাসনের সহায়তায় নয়, প্রয়োজনবোধে এই প্রক্রিয়ায় পুরোপুরি জড়িত হয় তাহলে এই পরিস্থিতির দ্রুত উন্নতি হবে।

জনাব ফিরোজ এম. হাসান

এখন আমাদের দেশে যে অবস্থা তাতে Law and order এরকম যে, পুলিশ হোক, আনসার হোক, তারা আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুরোপুরি অক্ষম এবং তার ফলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় সেনাবাহিনীকে আনতে হচ্ছে। প্রয়োজনে সকল প্রকারের সন্ত্রাসী ও মাস্তানদের তালিকা তৈরী করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।

www.pathagar.com

নির্বাচনী সহিংসতাকে প্রতিহত করার জন্য আরও কঠোর আইনের বিধান করতে হবে। এতে করে রাজনৈতিক সহিংসতা কমে যাবে বলে আশা করা যায়। তবে এ ক্ষেত্রে রাজনেতিক দলগুলোর সহিংসতা বন্ধের ইচ্ছা থাকতে হবে এবং রাজনৈতিক দল সমূহকে সহিংসতা বন্ধে আগ্রহী করে তোলার জন্যেও কিছু নতুন আইন প্রণয়নের প্রয়োজন। যে আইনে কোন রাজনৈতিক দল কোন সহিংস কার্যকলাপে জড়িত হলে তার নেতা ও নেত্রীদের শাস্তি প্রদানের বিধান থাকতে হবে এবং প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট দলের নির্বাচনে অংশগ্রহণ বে-আইনী ঘোষণা করার বিধান থাকতে হবে। একটি নিরপেক্ষ, নির্দলীয়, স্বাধীন, শান্তি-শৃংখলা পর্যবেক্ষক দল গঠন করতে হবে। তারা নির্বাচন পূর্ব সময় থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত সকল প্রকারের কর্মকান্ডের প্রতি দৃষ্টি রাখবেন। এক্ষেত্রে তারা সকল প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলের সভা, সমিতি, মিছিল, শোভাযাত্রা ইত্যাদিতে কোনভাবে নির্বাচনী আইন বা বিধি ভঙ্গ হলো কিনা, তা লক্ষ্য করবেন। কোন দল বা গোষ্ঠী কোনভাবে সহিংস ঘটনায় জড়িত হচ্ছে কিনা তা দেখবেন। সহিংস ঘটনার সহিত সরাসরি জড়িত না হয়ে দূর থেকে এতে মদদ দিচ্ছে কিনা তাও লক্ষ্য করবেন। নির্বাচন পরিচালনাকারী ও স্বাধীন নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী শান্তি-শৃংখলা পর্যবেক্ষকদের প্রতিদিনকার প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে সংঘটিত ঘটনা সমূহের বিষয়গুলি বিবেচনা করবেন। এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় শাস্তি প্রদান করবেন। আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলোকে নির্বাচনের সময় সরকারী নির্দেশ বলে স্বাধীন নির্বাচন কমিশনের আজ্ঞাবহ করতে হবে। এই বিষয়ে নির্বাচন কমিশন প্রয়োজন অনুযায়ী তাদের ব্যবহার করবেন। আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থা এ সময়ে সরাসরি নির্বাচন কমিশনের নিয়ন্ত্রণে থেকে নির্বাচন কমিশনের কাছে তার সকল কাজের জন্য জবাবদিহি

www.pathagar.com

করতে বাধ্য থাকতে হবে। দেশের সার্বিক আইন-শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব হলো সরকারের এবং নির্বাচনের সময় সকল আইন-শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব সরকারেরই। সেজন্য সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থাও তাদের দৈনন্দিন কাজ হিসাবে নির্বাচনের সময় তাদের দায়িত্ব পালন করবেন।

জনাব মোঃ আনোয়ার চৌধুরী

নির্বাচনকালে নির্বাচন কেন্দ্রের প্রথম ও প্রধান সমস্যা হচ্ছে "আইন শৃংখলার অভাব ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তা না থাকা। একজন প্রিসাইডিং অফিসারকে ২-৩ জন পুলিশ কনেষ্টেবল, ৫-৭ জন আনসার ও ভিডিপির সদস্য দিয়ে প্রত্যন্ত নির্বাচন কেন্দ্রে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু দেশে বিদ্যমান রাজনৈতিক অশান্ত পরিস্থিতিতে তাদের পক্ষে নির্বাচন কেন্দ্রে আইন-শৃংখলা ও নিরাপত্তা বিধান সম্ভব হয় না। ভোট চলাকালীন সময় দেখা যায় প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ভোটাররা নির্বাচন কেন্দ্রে আসার সময় পথিমধ্যে বিভিন্ন প্রার্থীর ক্যাডারগণ তাদেরকে অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে নির্বাচন কেন্দ্রে আসতে বাধা দেয়। নিরীহ ও উৎসাহী ভোটারগণ প্রতিকার চেয়ে প্রিসাইডিং বা পোলিং অফিসারের কাছে আসে। কিন্তু এখানে প্রিসাইডিং বা পোলিং অফিসারকে শুধু নীরব শ্রোতার ভূমিকা পালন করতে হয়। বিভিন্ন প্রার্থীর এজেন্টগণ ভোট দেওয়া ও গণনার সময় অহেতুক অনাকাংখিত পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। ফলে ভোট গণনা ও ফলাফল ঘোষণা দারুণভাবে ব্যাহত হয়।

www.pathagar.com

৬। একাধিক দিনে নির্বাচন অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে ঃ

মেজর জেনারেল (অবঃ) কে এম সফিউল্লাহ, বীর উত্তম, এমপি

আমাদের বিগত দিনের যে অভ্যাস, এই অভ্যাস থেকে আমাদেরকে বেরিয়ে আসতে হবে। ভোট কেন্দ্র দখল করা, এমনকি ভোটারদের রাস্তায় আটকে দেয়া, এইসব থেকে মুক্ত করতে হবে। একদিনে বাংলাদেশে সমস্ত ভোট নেয়াটা বোধহয় সুষ্ঠু হবে বলে আমি মনে করি না। এটাকে Staggered যদি করা হয় অঞ্চল হিসাবে, যে সব অঞ্চল একটুখানি অস্থির আছে সেইসবগুলো চিন্তা করে সেই এলাকাগুলোকে লক্ষ্য রেখে যদি আমরা ভোট কেন্দ্র এবং অঞ্চলটিকে ভাগ করে একদিনে নয়, বেশ কয়েক দিনে যদি আমরা ভোট গ্রহণ করি তাহলে হয়তো বোধহয় আমাদের সেই প্রচেষ্টা কার্যকরী হবে।

প্রফেসর এমাজউদ্দিন আহমদ

নির্বাচনকে সুষ্ঠু, সঠিক, অবাধ ও নিরপেক্ষ করার জন্য একাধিক দিনে নির্বাচন করার যৌক্তিকতা অনেকভাবে দেখানো যায়। এগুলো একাধিক দিনে বিভিন্ন জায়গাতে সমারোহ করা যায়, সবগুলোর আয়োজন বিপুলভাবে করা যায় কিন্তু এর অসুবিধাও আছে। যারা সন্ত্রাসের মাধ্যমে অথবা অবৈধ পন্থায় নির্বাচনটাকে ভুন্ডুল করতে চান, অন্যভাবে তাদের নিয়ন্ত্রণে আনা যদি না যায়, সন্ত্রাস দমন সম্পূর্ণভাবে করা না যায়, তাহলে একাধিকদিনে নির্বাচন অনুষ্ঠান করে কোন লাভ হবে না। একাধিক দিনে নির্বাচন দিলেই যে সব সমস্যা সমাধান হবে, এমন কোন কথা নয়। একাধিক দিনে হতে পারে যদি ঐ সন্ত্রাসী কার্যকলাপ অথবা নির্বাচনকে

www.pathagar.com

যারা ভুল্ভুল করতে চান তাদেরকে সমাজ থেকে নির্মূল করা যায়, তাহলে একাধিক দিনে কেন একদিনেই হবে।

জনাব ফিরোজ এম. হাসান

একাধিক দিনে নির্বাচন সম্পন্ন করার ব্যাপারে আমি যেটা বলতে চাই, আসলে আমাদের মত দেশে একাধিক দিনে নির্বাচন করাটা খুব ভাল হবে না। এই কারণে যে, এমনিতেই আমরা অবিশ্বাসে ভূগি। ব্যালট বাক্স রাখা হবে কোথায়, কিভাবে হবে না হবে এবং আমরা একদিনের টাকেই বিশ্বাস করি না। তারপরে এটাতো ১৫ দিন পরে, সুতরাং বিশ্বাসের প্রশ্নই আসেনা। মিরপুরে একটা উপ-নির্বাচন হয়েছিল মাত্র অল্প একটু সময়ের জন্য; এমন একটা অবস্থা দাড়িয়ে গেল যে পুরো নির্বাচনটাই কারোর কাছে আর গ্রহণযোগ্য হলো না। বলা হচ্ছিল যে, ব্যালট বাক্সটি কতকক্ষণের জন্য কোন একটি জায়গায় এসে ছিল এবং সেখানে সম্ভবতঃ কেউ পাহারা দেয়নি।

জনাব মোল্লা মোঃ মকবুল হোসেন

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত দক্ষিণ আফ্রিকার জাতীয় নির্বাচন থেকে শিক্ষা নিলে খুব ভাল হয়। সেক্ষেত্রে ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়াটি পরপর তিন দিনে অনুষ্ঠিত করা যেতে পারে। প্রথম দিন বয়স্ক অসমর্থ লোকদের জন্য ভোট হবে এবং সেইদিনই মহিলাদের ভোট গ্রহণ করা হবে। দ্বিতীয় দিন ৩০ থেকে ৫০ বছরের ভোটারের ভোট নেয়া হবে এবং তৃতীয় দিন ১৮ থেকে ৩০ বছরের তরুণ-তরুণীদের ভোট গ্রহণ করা হবে। এতে করে কেন্দ্রে বিশৃংখলা কমে যাবে। যেদিন যাদের ভোট থাকবে সেদিন কেন্দ্রের

www.pathagar.com

আশেপাশেসহ কেন্দ্রের ভিতরে সেই শ্রেণী ভিন্ন অন্য কোন শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত কেউ উপস্থিত থাকবেন না বা আসতে না দেয়ার বিধান করা যায়।

ব্রিগেডিয়ার এম. সাখাওয়াত হোসেন, (এনডিসি, পিএসসি) (অবঃ)

আমার মনে হয় আমাদের দেশে যে ভৌগলিক অবস্থা এবং আইন শৃংখলা পরিস্থিতি, এই প্রেক্ষাপটে একাধিক দিনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের সাথে আমি পুরা একমত। পরীক্ষামূলকভাবে সময় নিয়ে একটা নির্বাচন দেখা যেতে পারে যে, চারটি বিভাগে চারটি সময়ে নির্বাচন করা। এ ব্যাপারে যদি আমরা একটা প্রসেস শুরু না করি তাহলে খুব বেশী দেরী করে ফেলব। কেননা এদেশ আয়তনে অত্যন্ত ছোট, পৃথিবীতে জনসংখ্যায় অষ্টম স্থানে এবং আমরা যদি নিশ্চয়তা দিতে না পারি বড় বড় কথা বলে কোন লাভ নেই। ২৭% শুধু শিক্ষিত জনগণ। তাও আবার literacy ধরে যারা শুধু সাইন করতে পারে। এখানে আপনি নীতির কথা বলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন না।

জনাব শেখ তৌফিক এম. হক

তিনদিন ব্যাপী বা কয়েকদিন ব্যাপী নির্বাচনের যে চিন্তাটা আছে সে ব্যাপারে আমার ব্যক্তিগত মতামত হচ্ছে, এটাকে মাঠ পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে আরেকটু আলাপ আলোচনা করার ব্যাপার আছে। যেটার দুটো বিষয় আছে। এক হচ্ছে যে, এটার সাংগঠনিক যে দিকটা সেটা কতটুকু ঠিকমত করা যাবে সে বিষয়টা দেখা। যেটা নির্বাচন কমিশনের সাথে বসে বা নির্বাচনের সাথে সরাসরি যারা জড়িত তাদের সাথে বসে দিনব্যাপী

www.pathagar.com

ওয়ার্কসপ করে ঠিক করা যেতে পারে। আরেকটা হচ্ছে, জনগণের আস্থ।র জাগয়াটা, বিশ্বাসের জায়গাটা। জনগণ তিন দিন ব্যাপী বা চারদিন ব্যাপী নির্বাচনটা কতটা বিশ্বাসযোগ্য মনে করবেন সেটা জনগণের কাছে গিয়ে বসে আলাপ করে দেখার বিয়য় আছে। ঢাকায় বসে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললে আমার মনে হয় আমরা খুব তাড়াহুড়ো করবো। সুতরাং একটু তৃণমূল পর্যায় বা মাঠ পর্যায়ে গিয়ে আলোচনা করলে ভাল হয়।

৭। নির্বাচনে বিশ্বাসযোগ্যতা উন্নয়ন ও সচেতনতা বৃদ্ধি এবং নির্বাচনে ঐক্যমত প্রসঙ্গে ঃ

মেজর জেনারেল (অবঃ) কে এম সফিউল্লাহ, বীর উত্তম, এমপি

ভোটার যারা নাকি ভোট দিতে আসে তার ৫০% লোক কিন্তু জানেনা তারা কাকে ভোট দিচ্ছে। তারা নিজের ইচ্ছায় ভোট দিচ্ছে কিনা সেটাও কিন্তু আমাদের জানা। আমি যখন গত নির্বাচনের সময় লোকের কাছে ভোট চাইতে গিয়েছি অনেকে কিন্তু আমাকে ভোটের জন্য বলেছে যে, আচ্ছা অমুকের কাছে জিজ্ঞেস করবো। 'আমার ভোট আমি দেবো, যাকে খুশী তাকে দেবো'-- ভোটাররা এবিষয়ে কতটুকু সচেতন সেটা লক্ষ্যণীয়। অর্থাৎ ভোটারদেরকে শিক্ষিত করা, তাদেরকে বলা যে তাদের নিজের ভোটটা কত মূল্যবান। এতটুকু সম্বন্ধে কিন্তু তাদের মনে কোন ধারণা নেই এবং এখনও পর্যন্ত তারা জানে না অথবা এর চর্চাও করে না। এখানে আমাদের দরকার আছে যে, আমাদের জনগণকে, যারা ভোটার, তাদেরকে শিক্ষিত করা কিভাবে ভোট দিতে হবে।

www.pathagar.com

জনাব মোঃ আখতার হামিদ সিদ্দিকী, এমপি

যদি বাংলাদেশে গণতন্ত্র চালাতে হয় তাহলে আপনারা এই যে উদ্যোগ নিয়েছেন এই রকম আরো অনেক সংস্থাকে উদ্যোগ নিতে হবে। জনগণের মাঝে সাংঘাতিকভাবে একটা সচেতন প্রবণতা গড়ে তোলার জন্যে ব্যাপক ভিত্তিক প্রচারণার মাধ্যমে দেশে হয়তো গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হতে পারে।

অধ্যাপক নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহ

'ব্যাক পাসিং' একটা প্রচলিত ট্রেন্ড এবং এটা দূর না করতে পারলে নির্বাচনী ব্যবস্থায় বিশ্বাসযোগ্যতা আনয়ন সম্ভবপর হবে না। আমরা যত রকমের পদক্ষেপই গ্রহণ করে থাকি না কেন, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার কার্যকর ব্যবস্থা যদি না থাকে, সবাই যদি দায়িত্বপূর্ণ আচরণ না করেন, তাহলে যে কোন ব্যবস্থাই অসাড় ব্যবস্থায় পরিণত হতে বাধ্য।

বর্তমানে আমরা ভবিষ্যতের যে নির্বাচনের দিকে অগ্রসর হচ্ছি নানান মহলে নানান রকম আশংকা আছে, গুঞ্জন আছে যে, সেই নির্বাচনে ব্যাপক সহিংসতার সম্ভাবনা কেউ উড়িয়ে দিচ্ছেন না। আর তত্ত্বাবধায়ক সরকার সেই সময় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকবেন। এই স্বল্প ৯০ দিনের সময় সীমার মধ্যে এ রকমের আশংকা সামনে রেখে কতটা কার্যকরভাবে তারা কাজ করতে সক্ষম হবেন। অতীতের প্রথমতঃ অন্তবর্তী সরকার, পরবর্তীতে যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন অর্ন্তবর্তীকালে তাদের মত সফল ভূমিকা পালন করতে পারবেন কিনা সেই নিয়েও অনেকে প্রশ্ন তুলছেন। এখন বিশেষ করে মূলধারার রাজনৈতিক দলগুলো যদি ঐক্যমতে না আসেন, তাহলে যত দক্ষ ও যোগ্য লোকদের দিয়েই আমরা তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করি না কেন, তারা তাদের কার্যকারীতা সফল

www.pathagar.com

প্রমাণ করতে ব্যর্থ হবেন, এটিই স্বাভাবিক। সকল রাজনৈতিক দলের বিশেষ করে মূলধারার রাজনৈতিক দলের ঐক্যমতটা হুট করে এমনি তৈরী হবে না। সেজন্যে তৃণমূল পর্যায় থেকে শুরু করে একেবারে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত গণমত তৈরীর চেষ্টা বা প্রয়াস আমাদের চালিয়ে যেতে হবে এবং সেইক্ষেত্রে 'সি এস পি এস' চমৎকার ভূমিকা পালন করছে।

জনাব মঈন উদ্দিন খান বাদল

নিষ্ঠাবান সৎ লোককে নির্বাচিত করতে চাই। নিষ্ঠাবান সৎলোকের কাছে কি ২০ লক্ষ টাকা আছে? ৫০ লক্ষ টাকা আছে? আপনি কিভাবে এটা আশা করেন? নিজেকে ছেলে ভূলাচ্ছেন কেন? একজন সারা জীবন চাকুরী করেছে, একজন মেজর জেনারেল সারাজীবন সৎভাবে চাকুরী করেছে তাতে সামান্য কিছু পুঁজি আছে। আত্মীয় স্বজন থেকে নিয়ে সে ভদ্রজনিত নির্বাচন করার জন্য যে পয়সাটা হতে পারে, সেটা কতটুকু সে বিবেচনায় আছে তার। তো ৩ লক্ষ টাকা দিয়ে রেখে দেন। আমি ত মনে করি এখানে Fundamental Democratic Right এর Violation হচ্ছে। প্রতিযোগীতাটা অসম হচ্ছে। কেউ ৩ লক্ষ টাকা নিয়ে নির্বাচন করছে, কেউ ৩ কোটি টাকা নিয়ে নির্বাচন করছে। আপনি কোন প্রতিবিধান করতে পারছেন না। সুতরাং প্রশ্নটা হলো যে, ৩ লক্ষ টাকার নির্বাচন যদি ৩ কোটি টাকায় করে। মানে কেউ এল এম জি নিয়ে আসছেন, আর আমাকে বলছেন কাটা বন্দুক নিয়ে লড়াই করতে। কাজেই এই হলো বাস্তব পরিস্থিতি। এটার কোন প্রতিবিধান আমরা করতে পারি না। সুতরাং এটার প্রতিবিধান না হলে যা হবার তাই হবে।

www.pathagar.com

গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবঃ) ফজলুল হক

ভোট দাতাদের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে ভোটগ্রহীতাদের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনাই একমাত্র সমাধান। আর ভোটদাতা জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য তিনটি কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন ঃ

(ক) শিক্ষা ব্যবস্থার গণতন্ত্রায়ন (খ) অর্থ ব্যবস্থার গণতন্ত্রায়ন (গ) রাষ্ট্র ব্যবস্থার গণতন্ত্রায়ন।

এই তিনটি কর্মসূচী জনগণকেই আন্দোলন সংগ্রামের মাধ্যমে বর্তমান রাজনৈতিক দর্শন ও দলগুলিকে পরাজিত করে অর্জন করতে হবে।

৮। নির্বাচনী পর্যবেক্ষণ ও নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা প্রসঙ্গে ঃ

জনাবা তালেয়া রেহমান

আমাদের সংঘবদ্ধভাবে অনেক বেশী ইনটেনসিভ মনিটরিং দরকার। অর্থাৎ, ইলেকশনটি ঠিকভাবে হচ্ছে কিনা, নিরপেক্ষ হচ্ছে কিনা এটা দেখার জন্য। আমি এ ব্যবস্থাকে পুরাপুরি সমর্থন করি। আশা করি সবাই মিলে আমরা চিন্তা করবো কিভাবে এটা কার্যকর করা যায়।

জনাব ফিরোজ এম. হাসান

টঙ্গীতে একটা নির্বাচন হয়েছিল, সেটা ছিল পৌরসভা নির্বাচন। সেখানে কোন নিরাপত্তা রক্ষাকারী সদস্যদের প্রয়োজন হয়নি। সেখানে জনগণই আসলে নির্বাচন কনডাক্ট করেছিল এবং সিকিউরিটির লোকরা বরঞ্চ বাদাম খাচ্ছিলো। ঠিক লক্ষ্মীপুরের মত জায়গায় এতটা সক্রিয়ভাবে তাদেরকে থাকতে হয় নাই। জনগণই নির্বাচনের সব ব্যবস্থা করেছিল

www.pathagar.com

এবং এমন কি আমাকেও পর্যবেক্ষক হিসাবে থাকতে দেয়া হয়নি। পাশাপাশি আরেকটা নির্বাচন দেখা যায় খুব রিসেন্টলি টাঙ্গাইলে। সেখানে সেনাবাহিনীর অনেক সদস্য ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও নির্বাচন নিরপেক্ষ হয়নি বললে ভুল হবে না।

জনাব মোল্লা মোঃ মকবুল হোসেন

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার একটা মূল উপাদান হচ্ছে নির্বাচন। যার মাধ্যমে সকলের মতামত প্রতিফলিত হবে এবং তা হবে অবাধ ও সুষ্ঠু। অবাধ বলতে বোঝা যায় এমন একটি অবস্থা যেখানে কাউকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে কোন রকম প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বাধা প্রদান করা যাবে না। যে কেউই চাইলে নির্বাচনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে কোন রকম প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বাধার সম্মুখীন হবেন না। যে কেউই চাইলে নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে এবং এ ক্ষেত্রে কোন সভা-সমিতি, মিছিল-মিটিং, প্রচার, জনসংযোগ, গণমাধ্যম ব্যবহার, সরকারী সুবিধা ব্যবহার ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে প্রতিটি দল বা ব্যক্তিরই সমান সুযোগ সুবিধা থাকবে। এই অবাধ বিষয়টি নিশ্চিত করবে সরকার এবং তার তত্ত্বাবধান ও পর্যবেক্ষণ কার্যটি সম্পাদন করবে স্বাধীন নির্বাচন কমিশন। আমরা জানি, বাংলাদেশের সংবিধানে পার্ট-৭ এ ইলেকশন সম্বন্ধে বলা আছে এবং আর্টিকেল ১১৮তে। তারই অধীনে এটা প্রেসিডেন্সিয়াল অর্ডার ১৫৫ অব ৭২। এটা হচ্ছে Representation of the people order of 1972. এর অধীনেই ইলেকশন কমিশন ইলেকশন করে। এছাড়াও তারা Code of conduct দেখবেন। নির্বাচন কমিশনকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। যাতে করে নির্বাচন কমিশন নিজেই যে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারে। যদিও এই বিষয়ে সংবিধানে পরিস্কারভাবে উল্লেখ রয়েছে। তবুও এটাকে ব্যবহার করার

www.pathagar.com

জন্য কিছুটা উন্নয়ন ও সংশোধনী করা যেতে পারে। স্বাধীন, নিরপেক্ষ, নির্দলীয় পর্যবেক্ষক দলকে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করার সকল প্রকার প্রয়োজনীয় অনুমতি ও আইনগত সহায়তা প্রদান করতে হবে এবং নির্বাচন কমিশন এ বিষয়ে সরকারকে সাহায্য করবে। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পূর্বে পর্যবেক্ষকদের মতামত দিয়ে, তা বিচার বিশ্লেষণ করে এবং প্রকৃত অবস্থার সাথে মিলিয়ে দেখে নিতে হবে। নির্বাচনের ফলাফলের সাথে পর্যবেক্ষকদের পর্যবেক্ষণকেও নিজ বিবেচনায় আনতে হবে। এক্ষেত্রে দেশী ও বিদেশী উভয় প্রকার পর্যবেক্ষককে অনুমতি প্রদান করা যেতে পারে। উল্লেখ্য, নির্বাচন পর্যবেক্ষণ বর্তমান সময়ে সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি পন্থা।

৯। সামারী ট্রায়াল ও মিডিয়ার ভূমিকা প্রসঙ্গে ঃ

জনাব মোঃ আখতার হামিদ সিদ্দিকী, এমপি

আজকাল জাল ভোট দেয়ার ব্যাপারে, রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসার এর কর্মকান্ডে অবহেলা করার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার বিধান রয়েছে, কিন্তু সে বিধান আমার মনে হয় যথেষ্ট নয়। যারা তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হন, সে সমস্ত রিটার্নিং অফিসার অথবা ম্যাজিষ্ট্রেটের বিরুদ্ধে 'সামারী ট্রায়াল' করে ব্যবস্থা নেয়ার যদি আইন প্রণয়ন করা যায় তাহলে ভাল হবে। যারা জাল ভোট দিতে আসবেন অথবা যারা ভোটারদেরকে ভোটকেন্দ্রে আসতে বাধা প্রদান করবেন সেক্ষেত্রেও 'সামারী ট্রায়াল' ব্যবস্থার আইন প্রণয়ন করা যায় এবং আইনে এই শাস্তির মাত্রা সর্বনিম্ন ১০ বছর থেকে সর্বোচ্চ যাবৎ জীবন করে একটা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করলে আমার মনে হয় সন্ত্রাস যারা করতে চায় তারা হয়তো দ্বিতীয়বার চিন্তা করবে যে, By chance যদি কোন অঘটন

www.pathagar.com

ঘটে যায়, যাবৎ জীবন সাজার একটা ব্যবস্থা হয়তো থাকতে পারে, সম্ভাবনা থাকতে পারে। সুতরাং আইনকে একটু রদবদল করে যদি করা যায় তাহলে হয়তো সম্ভব হতে পারে।

জনাবা তালেয়া রেহমান

'সামারি পানিশমেন্টের আইডিয়া'- নির্বাচন প্রশিক্ষণের মধ্যে এটাও থাকবে। সামারি পানিশমেন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনেই হবে, সেনাবাহিনী দেবে না। সেনাবাহিনী দিলে আবার অন্যরকম হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেয়া যায় না।

জনাব সৈয়দ তারিকুল ইসলাম

রেডিও, টেলিভিশনের আলাদা একটি চ্যানেলে ভোটারদেরকে ভোট প্রদানে উৎসাহ করতে হবে এবং সাথে সাথে সুষ্ঠু নির্বাচনের নিয়মাবলীসহ এর আইনকানুনগুলো এবং আইন ভঙ্গের শাস্তির বিধানগুলো কি তা জানাতে হবে। তবে মিডিয়া ব্যবহারের ক্ষেত্রে এলাকাভিত্তিক ইস্যু নিয়ে অনুষ্ঠান তৈরী করতে পারলে তার ফলাফল হবে খুবই ফলপ্রসু। প্রতিটি এলাকার উপরেই প্রামাণ্য অনুষ্ঠান নির্মাণ করে সেই এলাকাতে তার ভিডিও প্রদর্শণীর ব্যবস্থা করতে পারলে খুবই ভাল ফলাফল পাওয়া যাবে। তথ্যটিকে জনগণ তারই জন্য তৈরী বলে মনে করবেন এবং এর সাথে একাত্ব হতে বেশী আগ্রহবোধ করবেন। আশা করা যায়, এতে করে ভোটারদের নির্বাচনের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমেই তাদের মধ্যে এই বিষয়ে একটি প্রকৃত সচেতনতা এবং ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

www.pathagar.com

১০। নির্ভুল ভোটার তালিকা ও ব্যালট বাক্সের নিরাপত্তা প্রসঙ্গে ঃ

বিচারপতি মোহাম্মদ আব্দুর রউফ

মৌলিক প্রশ্নটা হচ্ছে, আমি গোপনীয়তা রক্ষা করার জন্য নির্বাচন করছি গোপনীয় ব্যালট পেপারে। কিন্তু যখনই আমি সেন্টারে গুনে ফেলছি তখন আমি এই গোপনীয়তার সঙ্গে আপোষ করে ফেলছি। তার কারণ, ঐ সেন্টারে দেখা গেছে অন্য সেন্টারে যদি কোন রাজনৈতিক দলের ভোট কম পড়ে থাকে তাহলে আগামী ৫ বছরে ঐ এলাকার লোকদের আর গণতন্ত্রের কোন প্রশ্ন থাকে না। কাজেই একদিক করতে গিয়ে আমরা আরেকদিক নষ্ট করছি। ভয়ে ভয়ে করে ফেলছি।

জনাব সৈয়দ তারিকুল ইসলাম

একটা সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন একটি নির্ভুল ভোটার তালিকা এবং যা হতে হবে হালনাগাদ ও সংশোধিত। কিন্তু এমন কোন ভোটার তালিকা বিগত কোন নির্বাচনেই পাওয়া যায়নি। দাপুনিয়া মডেল নির্বাচন অবশ্য এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। দেশে অনুষ্ঠিত প্রায় প্রতিটি নির্বাচনে ভোটার তালিকা ছিল ত্রুটিপূর্ণ। কম বয়সীকে তালিকায় অন্তর্ভূক্তি, অনেক যোগ্য ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়া, একই ব্যক্তির নাম দু'টি ভিন্ন কেন্দ্রের তালিকায় অন্তর্ভূক্তি, মৃত ব্যক্তির নাম তালিকায় বহাল থাকা ইত্যাদি বিষয়গুলি ভোটার তালিকার সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছে। এমনও দেখা গেছে বিগত একটি জাতীয় নির্বাচনে যে ব্যক্তি ভোটার ছিলেন পরবর্তী নির্বাচনে তার নাম তালিকা থেকে বাদ পড়ে

www.pathagar.com

গেছে। তারপরে প্রচলিত আইনে ভোট কেন্দ্রকে ভোটারের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য কোন বিধান নেই। তাই অনেক অসুস্থ রোগী বা অসুস্থ ভোটার কেন্দ্রে গিয়ে ভোট প্রদান করতে সক্ষম হন না। এ বিষয়ে একটি সঠিক পদক্ষেপ নেয়া দরকার।

১১। সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসন ও নির্বাচনে সরাসরি মহিলাদের অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে ঃ

প্রফেসর এমাজউদ্দিন আহমদ

'৯৬ ও '৯১ এর নির্বাচনের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করেছি, যেই পাক, কোন একটি পার্টি কিন্তু এ্যাবস্যুলেট মেজরিটি ইন দি পার্লামেন্ট হয়নি। কিন্তু ৩০টি মহিলা আসনকে পুঁজি বা মূলধন করে অর্থাৎ, সর্ববৃহৎ পার্টি ৩০ আসন লাভ করার ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করার ফলে দুই ক্ষেত্রে দেখা গেছে খানিকটা আত্মম্ভরিতা তাদের পেয়ে বসেছে। আমার ত মনে হয় যে, ৩০টি আসন এইভাবে বিন্যস্ত হওয়ার কোন যুক্তি নেই। গণতান্ত্রিক অথবা ন্যায়সঙ্গত প্রক্রিয়ার সাথে কোন ক্রমে এগুলো সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অবশ্য Law makers তারা নির্ধারণ করবেন কতটি মহিলাদের আসন হওয়া উচিত। ৬৪টি জেলায় ৬৪টি হতে পারে অথবা যে সংখ্যা তারা নির্ধারণ করবেন। মহিলাদের আসনে নির্বাচন প্রত্যক্ষভাবেই হওয়া উচিৎ। এর কোন ব্যতিক্রম, এর কোন বিকল্প হওয়া উচিৎ না এবং যারা নির্বাচিত হন তারাও আত্মবিশ্বাস নিয়ে আত্মমর্যাদা নিয়েও তারা কথা বলতে চান কিন্তু পারেন না।

www.pathagar.com

এই বিষয়টি নিয়ে বেশ কিছুদিন আগে ফেমার থেকে শুরু করে অনেক জায়গায় আলাপ আলোচনা চলছে একের পর এক। এ সব নিয়ে এক একটি হৈচৈ এবং প্রথম দিকে একটু সংঘবদ্ধ ছিল না বলে প্রত্যেকেই নম্বর নিয়ে কাড়াকাড়ি করেছে যে, ৩০ থেকে ৬৪ হবে, না ১৫০ হবে, না ৩০০ই হবে, সে নিয়েও আলাপ আলোচনা একবার হয়েছিল। কিন্তু আমার মনে হয় নম্বর পরে হবে। আসল কথা নীতি। নীতির দিকে তাকানোর সময় অত্যন্ত ভীষণভাবে এসে গেছে।

এখন মহিলাদের (বলতে হয় ঐ প্রবাদটি) ৩০ সেট গহনা করে আর রাখা যাবে না। আমরা এখন অতটা গহনা পরি না এবং আমাদের গহনা হিসাবে এখন আর দেখা যাবে না। আমাদের যেভাবে যে পার্টি ক্ষমতায় এসছে সে পার্টির একটা পোষাকে একজন হয়ে পোষ্য হয়ে, আর আমরা থাকতে রাজী নই। যদিও আমরা ব্যাপকভাবে কয়েকজন মহিলা এমপির সঙ্গে কথাবার্তা বলেছি। তাদের মধ্যে অবশ্যই নিজে নিজের স্বার্থে তারা কিন্তু আবার এটাকে সমর্থন করেন। কিন্তু কিছু সংখ্যক অবশ্যই এমপি হওয়া সত্ত্বেও এভাবে তারা বলেন যে না এটাতে কোন সম্মান নেই, এটাতে জোর নেই, এটাতে শক্তি নেই। কেননা আমাদের গোঁড়ায় কোন মাটি নেই, কোন কনস্টিটিউয়েন্সি নেই। সেজন্য আমরা অত্যন্ত দূর্বল। সেজন্য আমরা গলা তুলে কোন কথা বলতে পারি না এবং আপনারা সবাই দেখেছেন, গ্রামে-গঞ্জেও দেখেছেন যে, আমাদের সংসদে সেসব সংসদ সদস্যা ক'বার ভয়েস তুলেছেন। সুতরাং আমাদের তাদেরকে সুষ্ঠু মহিলা আসন দিলেই হবে না, তাদের ক্ষমতা দিতে হবে। ক্ষমতা এভাবেই হতে পারে যদি তারা কোন Constituency থেকে ভোটের মাধ্যমে সরাসরি আসতে পারে। আমি সর্বতোভাবে এটাকে সমর্থন করি।

www.pathagar.com

আমার দুটি সাজেশন ছিল। একটি হলো, পার্টি গুলোতে অন্ততঃ শতকরা ২৫ ভাগ মহিলা সদস্যাকে নমিনেশন দেয়া। আমরা যেমন পরে সিলেকশন করি। আমরা পরে মহিলাদের ইলেকশনই করি না কেন? সেটা আলাদা করে করি না কেন? Constituency Select করতে হবে। কোন Constituency থেকে মেয়ে আসবে। অনেকে বলেন, ঐ সময় আমাদের মাসল নেই, আমাদের মানি নেই আমরা পারবো না। মহিলারা যারা Contended তারাই কিন্তু বলেছেন একথা- যে আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না ছেলেদের সঙ্গে একসমানে করতে। যদিও ইউনিয়ন পরিষদের ইলেকশনটা এটা ব্যর্থ করে দিয়েছে। সরাসরি ব্যর্থ করেনি, বহু কষ্ট করে মহিলারা এসছে। কিন্তু তবুও ওটা স্বল্প পরিসরে ছিল। এটা এখন বৃহত্তর। এইখান থেকে চলে যাবে মাসলম্যান ঐখানে। সুতরাং এটা সম্ভবপর হয়তো হবে না। মেয়েদের সরাসরি ভোট হোক। ইলেকশনটা এটা একটা স্টেজ। এটাও একটা Marginalized করা হয়তো যে, মেয়েদের ইলেকশনটা পরে হচ্ছে কেন? কিন্তু আমরা ৫০% মহিলা হওয়া সত্ত্বেও আমরা এখনও Marginalized- একথাটা আমাদের স্মরণ রাখতে হবে এবং কিছু পরে ইলেকশন করে তার পরবর্তী যখন আমাদের Better আরও ক্ষমতায়ন হবে আমরা তখন সরাসরি ছেলেদের সঙ্গে বা পুরুষদের সঙ্গে ইলেকশন করতে পারবো।

www.pathagar.com

আলোচনায় উপস্থিত আলোচকবৃন্দের তালিকা

১। মেজর জেনারেল (অবঃ) কে এম সফিউল্লাহ, বীর উত্তম,এমপি
(আওয়ামী লীগ - নারায়ণগঞ্জ)

২। জনাব মোঃ আখতার হামিদ সিদ্দিকী, এমপি
(বিএনপি - নওগাঁ)

৩। বিচারপতি মোহাম্মদ আব্দুর রউফ
(সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার)

৪। প্রফেসর এমাজ উদ্দিন আহমদ
(সাবেক উপাচার্য - ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)

৫। ডঃ নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহ
(অধ্যাপক - লোক প্রশাসন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং
আহবায়ক 'জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ পরিষদ' 'জানিপপ')

৬। জনাব ফিরোজ এম. হাসান
মহাসচিব - ফেমা

৭। জনাবা তালেয়া রেহমান
নির্বাহী পরিচালক - ডেমোক্রেসি ওয়াচ

৮। এ্যাডভোকেট সালমা ইসলাম
প্রকাশক - দৈনিক যুগান্তর

৯। জনাব মোল্লা মোঃ মকবুল হোসেন
এ্যাডভোকেট বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ও
সচিব - বাংলাদেশ জাতিসংঘ সমিতি

১০। ব্রিগেডিয়ার (অবঃ) এম. সাখাওয়াত হোসেন, এনডিসি,পিএসসি

১১। ব্রিগেডিয়ার (অবঃ) সৈয়দ জাহাঙ্গীর কবির, এনডিসি, পিএসসি

www.pathagar.com

১২। জনাব শেখ তৌফিক এম. হক
পলিসি এ্যানালিষ্ট - এ্যাকশন এইড, বাংলাদেশ।

১৩। গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবঃ) ফজলুল হক

১৪। জনাব মঈন উদ্দিন খান বাদল

১৫। জনাব মোঃ আনোয়ার চৌধুরী
প্রভাষক, হাট হাজারী কলেজ, চট্টগ্রাম

১৬। জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম
স্কুল শিক্ষক, রামগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর

১৭। জনাব সৈয়দ তারিকুল ইসলাম

১৮। জনাবা মাহমুদা আখতার জাহান হীরা

সভাপতি ঃ

কমোডর (অবঃ) এম. আতাউর রহমান
চেয়ারম্যান
সি এস পি এস

মডারেটর ঃ

মেজর জেনারেল সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম, বীর প্রতীক, এডব্লিউসি, পিএসসি (অবঃ)
নির্বাহী পরিচালক
সি এস পি এস

www.pathagar.com

" সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক এন্ড পিস স্টাডিজ " এর পরিচিতি

প্রেক্ষাপট

১। ইংরেজী ' থিংক-ট্যাঙ্ক ' শব্দ যুগলের বহুল প্রচলিত বাংলা প্রতিশব্দ নাই। তবে, ' চিন্তা কেন্দ্র ' শব্দ যুগল নিকটতম প্রতিশব্দ বলে প্রতীয়মান হয়। মূলত, থিংক ট্যাঙ্ক সমুহ বেশীর ভাগই গবেষণা কেন্দ্র। লেখাপড়ার বা চিন্তা-ভাবনার জগতের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গবেষণা করার উদ্দেশ্যে গবেষণা কেন্দ্র সমূহ প্রতিষ্ঠিত হয় ও পরিচালিত হয়। এরকমই একটি বিষয় হলঃ 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, কৌশলগত আচার, বিদেশ নীতি - জড়িত প্রতিরক্ষা ভাবনা এবং শান্তি প্রক্রিয়া '। এ বিষয়টির উপরে বাংলাদেশে একটি মাত্র গবেষণা কেন্দ্র ১৯৭৭ সাল থেকে কাজ করে আসছিল, তার নাম ' বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল এন্ড স্ট্র্যাটেজিক স্ট্যাডিজ '। এটি একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান। আলোচ্য বিষয়টিকে প্রাইভেট সেক্টর বা ব্যক্তি উদ্যোগ -- ক্ষেত্রে আনার জন্যে একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস ১৯৯৮ এর শেষ দিকে কয়েকজন সুধী কর্তৃক গৃহীত হয়। তারই ফলশ্রুতিতে নভেম্বর ১৯৯৮তে এই প্রতিষ্ঠান জন্ম লাভ করে।

২। এই প্রতিষ্ঠানটি একটি অরাজনৈতিক, রাজনৈতিক মত - নিরপেক্ষ, অলাভজনক গবেষণা প্রতিষ্ঠান। এটি বাংলাদেশ সরকারের রেজিষ্ট্রার অফ জয়েন্ট স্টক কোম্পানীজ এর দফতর থেকে একটি সোসাইটি বা সমিতি হিসাবে নিবন্ধন প্রাপ্ত। এটি বাংলাদেশের জনগণের নিকট বহুল পরিচিত এনজিও সমূহের মত কোন এনজিও নয়।

www.pathagar.com

উদ্দেশ্য সমূহ ঃ

৩। অনেকগুলি উদ্দেশ্যের মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য উল্লেখ করা হল ঃ

ক) উন্নয়নমূলক, কল্যাণমূলক ও গবেষণামূলক কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভিতরের বিবিধ পেশাদার গোষ্ঠী এবং পৃথিবীর অন্যান্য জায়গার অনুরূপ পেশাদার গোষ্ঠী সমূহের মধ্যে সমঝোতা ও সহযোগীতা বৃদ্ধি করা।

খ) উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোগত বন্দোবস্ত উন্নয়নের মাধ্যমে শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমকালীন ইতিহাস ও সমকালীন ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে গবেষণা উন্নয়ন করা।

গ) জাতীয় নিরাপত্তার সকল আঙ্গিক, আঞ্চলিক নিরাপত্তার সকল আঙ্গিক, আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও কৌশল-গত বিষয়ে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগীতা, জাতীয় বা আঞ্চলিক বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি স্থাপন তথা শান্তি ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে গবেষণা উন্নয়ন করা।

ঘ) একদিকে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও আর্থ-সামাজিক বিষয়াদি এবং অপর দিকে জাতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি, এই উভয়ের মধ্যে যে সম্পর্ক আছে সেটি সম্বন্ধে নিজ দেশের সূধীজন, ওআইসি দেশ সমূহের সুধীজন, সার্ক দেশ সমূহের সুধীজন এবং বাংলাদেশের প্রতিবেশী দেশ সমূহের সুধীজনের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

ঙ) পুস্তক, প্যাম্ফলেট, সাময়িকী, পলিসি বা ওয়ার্কিং পেপার, সংবাদ বুলেটিন, ব্রিফিং-নোট, হ্যান্ড-আউট ইত্যাদি প্রকাশ ও বিতরণ করা।

www.pathagar.com

চ) প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত গবেষণা কর্ম প্রকাশ ও প্রচারের উদ্দেশ্যে, অথবা গবেষণা কর্মের অংশ হিসাবেই ওয়ার্কশপ বা কর্মশালা, আলোচনা সভা, পরামর্শ সভা, সিম্পোজিয়াম, সেমিনার ইত্যাদি আয়োজন করা।

প্রশাসন ঃ

৪। একটি " বোর্ড অব গভর্নরস " নীতিমালা উল্লেখ করে দেন এবং সাধারণভাবে প্রতিষ্ঠানের কর্মকান্ড তত্ত্বাবধান করেন। একজন একজন নির্বাহী পরিচালক দৈনন্দিন বা নৈমিত্তিক ভিত্তিতে কর্মকান্ড পরিকল্পনা ও পরিচালনা করেন। বোর্ড অব গভর্নরস এর সদস্যগণের মধ্যে আছেন অবসর প্রাপ্ত সরকারের সচিব, অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক। সকলেই ' অনরারী ' ভিত্তিতে দায়িত্ব পালন করেন।

কর্মকান্ড ঃ

৫। এ পর্যন্ত সিএসপিএস ৬টি সেমিনার / আলোচনা সভা আয়োজন করেছে; যথা ঃ

ক) বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঃ প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি - ১০ এপ্রিল ৯৯

খ) কসভো সংকট ঃ সমস্যার আঙ্গিক সমূহ - ৫ মে ৯৯

গ) বাংলাদেশ পুলিশ এবং সমাজ ঃ প্রত্যাশা ও বাস্তবতা -১৪ আগষ্ট ৯৯

ঘ) বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তার আঙ্গিক সমূহ ঃ - ২৭-২৮ নভেম্বর ৯৯
-অর্থনীতি ও জাতীয় নিরাপত্তা, রাজনীতি ও জাতীয় নিরাপত্তা, প্রথাগত সামরিক বাহিনী ও জাতীয় নিরাপত্তা

ঙ) নির্বাচনে নিরাপত্তা, নিরপেক্ষতা
ও বিশ্বাস যোগ্যতা উন্নয়ন - ১১ মার্চ ২০০০

www.pathagar.com

চ) নির্বাচনে নিরাপত্তা উন্নয়ন - ৩ আগষ্ট ২০০০

ছ) নির্বাচনে নিরাপত্তা-পরিবেশ - ১৯ নভেম্বর ২০০০

৬। প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে রচনা, প্রবন্ধ, সংবাদ -- সংগ্রহ ইত্যাদি সুধীজনের নিকট প্রায়শঃ বিতরণ করা হয়। সিএসপিএস -এর ৫ম ও ষষ্ঠ সেমিনার / আলোচনার বিবরণী যথাক্রমে সিএসপিএস প্রকাশনা সিরিজ ৫, ৬ এবং ৭ হিসাবে প্রকাশ ও বিতরণ করা হয়েছে।

সমাপ্ত

www.pathagar.com